বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(২০২৩ইং সনের ৩২৫নং গঠনবিধি)

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আগামী ২৯শে অক্টোবর ,২০২৩খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট হইতে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বেঞ্চ সমূহ গঠন করা হইলঃ

১. **বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনর ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযাগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

২. **বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য আদিম অধিক্ষেত্রাধীন বিষয়; সাকসেশন আইন,১৯২৫ অনুযায়ী ইচ্ছাপত্র ও ইচ্ছাপত্র ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তির বিষয়বস্তুর অধিক্ষেত্র; বিবাহ বিচ্ছেদ আইন,১৮৬৯ অনুযায়ী মোকদ্দমা; প্রাইজ কোর্ট বিষয় সহ এ্যাডমিরেলটি কোর্ট আইন,২০০০ অধিক্ষেত্রাধীন মোকদ্দমা; মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর অধীনে আবেদনপত্র; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীন আবেদনপত্র; ১৯১৩ ও ১৯৯৪ইং সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী আবেদনপত্র; ব্যাংক কোম্পানী আইন,১৯৯১ইং (১৯৯১ইং সনের ১৪নং আইন) অনুযায়ী আবেদনপত্র; সালিশ আইন ২০০১ (২০০১ইং সনের ১নং আইন) অনুযায়ী আপীল ও আবেদনপত্র; বীমা আইন,২০১০ইং অনুযায়ী আপীল ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও মোশন ও রিভিশন মোকদ্দমা সমূহ গ্রহণ করিবেন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন । এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের জন্য থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৩. **বিচারপতি এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক ''নির্বাচনী'' আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪. **বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী**

এবং

বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অর্থঋণ সংক্রান্ত রীট মোশন ও শুনানীর জন্য সকল প্রকার রীট বিষয়াদি; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং তৎসংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৫. **বিচারপতি মোঃ আতাউর রহমান খান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

৬. **বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম**

এবং

বিচারপতি কে, এম, ইমরুল কায়েশ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে (সপ্তাহে তিন দিন রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার); শুনানীর জন্য ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল এবং তৎসংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৭. **বিচারপতি মোঃ রেজাউল হক**

এবং

বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৮. **বিচারপতি শেখ আবদুল আউয়াল**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ২০২০ইং সাল পর্যন্ত ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

৯. **বিচারপতি এস, এম, এমদাদুল হক**

এবং

বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকার

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে; শুনানীর জন্য ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল এবং তৎসংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

১০. **বিচারপতি মামনুন রহমান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন;

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

১১. **বিচারপতি ফারাহ মাহবুব**

এবং

বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলাম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্স ও অর্থঋণ সংক্রান্ত রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; ২০০৯ ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী করিবেন এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং ২০২০ইং সাল পর্যন্ত সকল প্রকার রীট বিষয়াদি শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

১২. **বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের অর্ডার ৪১ রুল ১১ অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধ দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।
উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

১৩. **বিচারপতি নাইমা হায়দার**

এবং

বিচারপতি কাজী জিনাত হক

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সকল প্রকার রীট মোশন (সপ্তাহে দুই দিন) এবং শুনানীর জন্য ২০২২ইং সন পর্যন্ত সকল প্রকার রীট বিষয়াদি; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানের জন্য থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

১৪. **বিচারপতি মোঃ রেজাউল হাসান**

এবং

বিচারপতি ফাহমিদা কাদের

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন (সপ্তাহে দুই দিন); শুনানীর জন্য ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

১৫. **বিচারপতি আবদুর রব**

এবং

বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক

(চেম্বারে প্রতিদিন জেল আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন)

১৬. **বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন**

এবং

বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন (সপ্তাহে দুই দিন); ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

১৭. **বিচারপতি মোঃ হাবিবুল গনি**

এবং

বিচারপতি আহমেদ সোহেল

একত্র ডিভিশন বেঞ্চে বসিবন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযাগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যতীত ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং শুনানীর জন্য ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ (সপ্তাহে দুই দিন রবিবার ও সোমবার) এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে (সপ্তাহে দুই দিন মঙ্গলবার ও বুধবার) এবং উপরাল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বর গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় প্রদানর জন্য থাকিল তাহাও গ্রহণ করিবন।

১৮. **বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

১৯. **বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ**

এবং

বিচারপতি মোঃ বজলুর রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সকল প্রকার রীট মোশন (সপ্তাহে দুই দিন) ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুরাতন রীট মোকদ্দমা সমূহ শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২০. **বিচারপতি জে. বি. এম. হাসান**

এবং

বিচারপতি রাজিক আল জলিল

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্স বিষয়াদি ব্যতীত অর্থঋণ আদালত সহ সকল প্রকার রীট মোশন ও শুনানী; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত সমূহের অবমাননার অভিযোগপত্র;** যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

২১. **বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস**

এবং

বিচারপতি এ, কে, এম, রবিউল হাসান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন ।

২২. **বিচারপতি মোঃ খসরুজ্জামান**

এবং

বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সকল প্রকার রীট মোশন ও শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল এবং আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২৩. **বিচারপতি ফরিদ আহমেদ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনর ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযাগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

২৪. **বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার**

এবং

বিচারপতি মোহাম্মদ আলী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এবং মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত রীট মোশন ও সকল প্রকার ফৌজদারী মোশন (সপ্তাহে দুই দিন) এবং তৎসংক্রান্ত শুনানী ও সর্বপ্রকার ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা, ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২৫. **বিচারপতি মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী**

এবং

বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি ব্যতীত ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; ৫৬১A ধারা মোতাবেক ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২৬. **বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং

সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

২৭. **বিচারপতি কে, এম, কামরুল কাদের**

এবং

বিচারপতি খিজির হায়াত

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২৮. **বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া**

এবং

বিচারপতি মহি উদ্দিন শামীম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী মোশন; শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য এবং ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; দেউলিয়া বিষয়ক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ,১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার,১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৪৬নং আদেশ) এর অধীনে অনুচ্ছেদ ৩৬ মোতাবেক আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ; দ্বৈত বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন । এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

২৯. **বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম**

এবং

বিচারপতি মোঃ আতাবুল্লাহ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সকল প্রকার রীট মোশন (সপ্তাহে দুই দিন) ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুরাতন রীট মোকদ্দমা সমূহ শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৩০. **বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব

অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৩১.

বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার
এবং
বিচারপতি সরদার মোঃ রাশেদ জাহাঙ্গীর

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, দেউলিয়া বিষয়াদি, সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থঋণ আইন সহ সকল প্রকার রীট মোশন; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী করিবেন এবং যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৩২.

বিচারপতি সহিদুল করিম
এবং
বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৩৩.

বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
এবং
বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসাইন দোলন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং সকল প্রকার রীট বিষয়াদি শুনানী গ্রহন করিবেন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৩৪.

বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান
এবং
বিচারপতি মোঃ বশির উল্লাহ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; শুনানীর জন্য ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১A এবং ৪৩৯ ধারার মোকদ্দমা সমূহ শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৩৫.

বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস
এবং
বিচারপতি মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী আপীল; জেল আপীল; ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে গ্রহন ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং উপরোল্লিখিত বিষয়ে রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৩৬. **বিচারপতি মাহমুদুল হক**

এবং

বিচারপতি মোঃ আলী রেজা

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী মোশন; শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য এবং ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভূত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; দেউলিয়া বিষয়ক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ,১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার,১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৪৬নং আদেশ) এর অধীনে অনুচ্ছেদ ৩৬ মোতাবেক আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ; দ্বৈত বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৩৭. **বিচারপতি মোঃ বদরুজ্জামান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক ''নির্বাচনী'' আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৩৮. **বিচারপতি জাফর আহমেদ**

এবং

বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন রীট মোশন সহ ডিভিশন বেঞ্চ গ্রহণযোগ্য সকল প্রকার ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৩৯. **বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক ''নির্বাচনী'' আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪০. **বিচারপতি কাশেফা হোসেন**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪১. **বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য আদিম অধিক্ষেত্রাধীন বিষয়; সাকসেশন আইন,১৯২৫ অনুযায়ী ইচ্ছাপত্র ও ইচ্ছাপত্র ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তির বিষয়বস্তুর অধিক্ষেত্র; বিবাহ বিচ্ছেদ আইন,১৮৬৯ অনুযায়ী মোকদ্দমা; প্রাইজ কোর্ট বিষয় সহ এ্যাডমিরেলটি কোর্ট আইন,২০০০ অধিক্ষেত্রাধীন মোকদ্দমা; মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর অধীনে আবেদনপত্র; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীন আবেদনপত্র; ১৯১৩ ও ১৯৯৪ইং সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী আবেদনপত্র; ব্যাংক কোম্পানী আইন,১৯৯১ইং (১৯৯১ইং সনের ১৪নং আইন) অনুযায়ী আবেদনপত্র; সালিশ আইন ২০০১ (২০০১ইং সনের ১নং আইন) অনুযায়ী আপীল ও আবেদনপত্র; বীমা আইন,২০১০ইং অনুযায়ী আপীল ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও মোশন ও রিভিশন মোকদ্দমা সমূহ গ্রহণ করিবেন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪২. **বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী**

এবং

বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী মোশন; শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য এবং ৬০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; দেউলিয়া বিষয়ক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ,১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার,১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৪৬নং আদেশ) এর অধীনে অনুচ্ছেদ ৩৬ মোতাবেক আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ; দ্বৈত বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত সমূহের অবমাননার অভিযোগপত্র** এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪৩. **বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবির**

এবং

বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, দেউলিয়া বিষয়াদি, সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থঋণ আইন সংক্রান্ত রীট মোশন; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; সালিশ আইন হইত উদ্ভুত দেওয়ানী ও রীট সংক্রান্ত মোশন ও শুনানী; মূল্য

সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী করিবেন এবং যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৪৪. **বিচারপতি মোঃ সেলিম**

এবং

বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮, ৫৬১A এবং ৪৩৯ ধারার মোশন (প্রত্যেক সপ্তাহের রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার) এবং (প্রত্যেক সপ্তাহের বুধবার ও বৃহস্পতিবার) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮, ৫৬১A এবং ৪৩৯ ধারার পুরাতন সনের মোকদ্দমা সমূহ শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৪৫. **বিচারপতি মোঃ সোহরাওয়ারদী**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

৪৬. **বিচারপতি এ, এস, এম, আব্দুল মোবিন**

এবং

বিচারপতি মোঃ মাহমুদ হাসান তালুকদার

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন বিষয়াদি সহ ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী এবং ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৪৭. **বিচারপতি ফাতেমা নজীব**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪৮. **বিচারপতি মোঃ কামরুল হোসেন মোল্লা**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সহ শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন;

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪৯. **বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান**

এবং

বিচারপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; মামলার সন ও নাম্বারের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং শুনানীর জন্য ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।

৫০. **বিচারপতি মোঃ আতোয়ার রহমান**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনর ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযাগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবন।
উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৫১. **বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৫২. **বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব

৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

স্বাঃ/-
প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ
তারিখঃ ২৫শে অক্টোবর,২০২৩খ্রিঃ।

প্রচারের জন্যঃ-

১. বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ
২. বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ
৩. বিচারপতি এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান
৪. বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী
৫. বিচারপতি মোঃ আতাউর রহমান খান
৬. বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম
৭. বিচারপতি মোঃ রেজাউল হক
৮. বিচারপতি শেখ আবদুল আউয়াল
৯. বিচারপতি এস, এম, এমদাদুল হক
১০. বিচারপতি মামনুন রহমান
১১. বিচারপতি ফারাহ মাহবুব
১২. বিচারপতি মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী
১৩. বিচারপতি নাইমা হায়দার
১৪. বিচারপতি মোঃ রেজাউল হাসান
১৫. বিচারপতি আবদুর রব
১৬. বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন
১৭. বিচারপতি মোঃ হাবিবুল গনি
১৮. বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর
১৯. বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ
২০. বিচারপতি জে. বি. এম. হাসান
২১. বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস
২২. বিচারপতি মোঃ খসরুজ্জামান
২৩. বিচারপতি ফরিদ আহমেদ
২৪. বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার
২৫. বিচারপতি মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী

২৬. বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

২৭. বিচারপতি কে, এম, কামরুল কাদের

২৮. বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া

২৯. বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম

৩০. বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ

৩১. বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার

৩২. বিচারপতি সহিদুল করিম

৩৩. বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন

৩৪. বিচারপতি আবু তাহের মোঃ সাইফুর রহমান

৩৫. বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস

৩৬. বিচারপতি মাহমুদুল হক

৩৭. বিচারপতি মোঃ বদরুজ্জামান

৩৮. বিচারপতি জাফর আহমেদ

৩৯. বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ

৪০. বিচারপতি কাশেফা হোসেন

৪১. বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী

৪২. বিচারপতি রাজিক আল জলিল

৪৩. বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী

৪৪. বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবির

৪৫. বিচারপতি মোঃ সেলিম

৪৬. বিচারপতি মোঃ সোহরাওয়ারদী

৪৭. বিচারপতি এ, এস, এম, আব্দুল মোবিন

৪৮. বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

৪৯. বিচারপতি ফাতেমা নজীব

৫০. বিচারপতি মোঃ কামরুল হোসেন মোল্লা

৫১. বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান

৫২. বিচারপতি মোঃ আতোয়ার রহমান

৫৩. বিচারপতি খিজির হায়াত

৫৪. বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকার

৫৫. বিচারপতি মোহাম্মদ আলী

৫৬. বিচারপতি মহি উদ্দিন শামীম

৫৭. বিচারপতি মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান

৫৮. বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলম

৫৯. বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান

৬০. বিচারপতি আহমেদ সোহেল

৬১. বিচারপতি সরদার মোঃ রাশেদ জাহাঙ্গীর

৬২. বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান
৬৩. বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলাম
৬৪. বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন
৬৫. বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন
৬৬. বিচারপতি মোঃ আখতারুজ্জামান
৬৭. বিচারপতি মোঃ মাহমুদ হাসান তালুকদার
৬৮. বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেন
৬৯. বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার
৭০. বিচারপতি এ, কে, এম, জহিরুল হক
৭১. বিচারপতি কাজী জিনাত হক
৭২. বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরী
৭৩. বিচারপতি মোঃ আতাবুল্লাহ
৭৪. বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথ
৭৫. বিচারপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম
৭৬. বিচারপতি মোঃ আলী রেজা
৭৭. বিচারপতি মোঃ বজলুর রহমান
৭৮. বিচারপতি কে, এম, ইমরুল কায়েশ
৭৯. বিচারপতি ফাহমিদা কাদের
৮০. বিচারপতি মোঃ বশির উল্লাহ
৮১. বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসাইন দোলন
৮২. বিচারপতি এ, কে, এম, রবিউল হাসান